Keyur

Gargi Bhattacharya

COPYRIGHTED MATERIAL

কেয়ূর

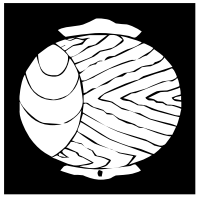

গার্গী ভট্টাচার্য

অনেকদিন পরে ভারতে এত ভালো একজন লেখক জন্মেছে ।

--নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রখ্যাত লেখক

She is among one of the finest writers, India has ever produced .

Shri Amitabh Bachchhan(Actor) .

You can contact me at,

My email id :

teatree25@outlook.com

My website :

www.gargiz.com

প্রিয় গায়ক অঞ্জন দত্তকে,

লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য ও যাঁর সঙ্গে আমি আমার দার্জিলিং ভালোবাসা শেয়ার করি ।।

No finite point has meaning
without an infinite reference point

.

Jean Paul Sartre

রেড ক্রস

লিজেল, প্রতিটি ছুটির দিনে

রেড ক্রসের অফিসে বসে

অচেনা লোকের গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে

রক্ত নেয় । সবাই যখন উইক এন্ডে এদিক সেদিক,
লিজেল তখন একমনে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত সংগ্রহে

ব্যস্ত । কারণ সে দূরছাই , ভদ্রভাষায় বাস্তুহারা ।

প্রতিদিন ও ঘন্টায় ও মিনিটে ও সেকেন্ডে

রক্ত শোষা এই অরক্ষণীয়া লিজেল,

জীবন রক্ষাকারী **- ধারালো তরলের রাঙা আবেশ দেখে** মানুষে মানুষে অবশ্যি আর কোনো বিভেদ
খুঁজে পায়না ।

ক্লোন

বিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট জোসেফ নিজের ক্লোন করে ।

কিন্তু নকল স্টুয়ার্ট মন ভরাতে না পারে

তাই আবার ক্লোন করে।

এবারও অসফল তাই আবার ক্লোন করে ।

এবারও , তাই আবারও ।

এবারও তাই,

আবারও ।।

এভাবেই পেরিয়ে যায় সহস্র বছর ;

অকস্মাৎ এক ক্লোন হয় যাতে নব স্টুয়ার্টের মন ভরে আর তার নাম হয় **AI --- !**

এই নতুন মানুষের **কলরব** শুনে সবাই আসে কারণ **সে প্রহ্লাদকে মারতে নৃসিংহদেবকে text করে ।**

লায়লা

লায়লা নামের অর্থ নাকি রাত্রি

কিন্তু রাত্রি কোনো রাজকন্যের নামও হতে পারে

কারণ বোরখাধারী এই লায়লা ছিলো স্বাধীনতার আগে , মাদ্রাজের সমুদ্র উপকূলে গন্ধর্বকন্যা হয়ে । কোরান পাঠের পরে সে গীতা পড়বে বলে

যখন স্থির করে তখন রাজামশাই মারলেন

বেতের বাড়ি কারণ ওসব কাফেরেরা করে ।

কিন্তু লায়লা তো রাত্রির দেবী !

তাই বুঝি সে আর্য সমাজের ফটক দিয়ে ঢুকে পড়ে আর শ্বেত পাথরের থালায় পদাবলী পড়ে ।

আচ্ছা, ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করা মেয়েরা একে ফেমিনিজমের তালিকায় ঢুকতে দেবে টেবে ?

নাকি -- **বন্দ করো ইয়ে বকোয়াস্** বলে ছুঁড়ে ফেলে নাক কুঁচকাবে ?

মন হয় সর্বহারা

লাম্পট্যের সংজ্ঞা কি তা সবাই জানে

কারণ নিয়ে যখন পন্ডিতেরা ব্যস্ত

তখন নরনারায়ণহিতি প্রাসাদের

এককোণে বসে গলা সপ্তমে তুলে

হাবিজাবি বলছিলো রাজার পার্ষদ হবুচন্দ্র ।

হবুচন্দ্রের বসবাস বিহারের দ্বারভাঙ্গায় ।

আগে রাজ্যপাট সবই ছিলো , কালের আঁচড়ে সব গেছে । এখন ভিন্নদেশে নটরাজের চামচা ।

যুক্তি তক্‌কো গপ্পে জানা যায় তার তত্ত্ব।

বলে ওঠে , একজন মাত্র রমণী, পুরুষের আবেগ মেটাতে অক্ষম ; তাই তারা বহুবিবাহ করে ।

রাজার দরবার বটে তাই বুঝি ফেমিনিস্টগণ- নো কমেন্টস্ বলে কেটে পড়ে ।

কোহি

সারাটা জীবনই কেটেছে একা একা

এই মেয়েটির ,

অনাথ কোহি এসেছিলো এই পরবাসে

কোনো সে এক মিশনারীর হাত ধরে ।

তারপর থেকে একাই পথ চলা ।

অনেক পরে বাঁধে ঘর নীলনয়নের সাথে । বয়স তার অনেক কম ।নিজেদের কোনো সন্তান নেই । এক অনাথকে দেয় ঠাঁই ।

আর আছে পোলাপান , কুকুর , বিড়াল ও কিছু ফুলের গাছ আর ক্যাকটাস্ ও একটা নেকড়ে শাবক । **আকাশে চাঁদ দেখলেই যে উ-উ-উ করে ডেকে ওঠে ।** এই ডাকে আছে মাধুর্য্য । লোকে বলে । শুনলে গা ছমছম , কিন্তু নিঝুম রাতে বেশ ঘুম ঘুম আবেশ আর ঝিলমিল তারা হয় জৈব যা কিছু ।

এদের নিয়েই কোহির সংসার ।

আবার নেকড়ে কেন ? নিন্দুকে বলে !

কোহি বলে , ও যে গান গায় প্রতিটি

চাঁদনী রাতে । আমি তো স্পটিফাই চালাই না

এখানে ওসব ছাইপাশ নেই ।

আমার দিন শুরু হয় পাখির গানে

আর রাত কাটে ডুডুং (নেকড়ে) এর তানে ।

আচ্ছা নেকড়ে মেয়ে না ছেলে ,

হুঙ্কার না উ-ঙ্কার এসব জেনে কি হবে ?

বলেছি না জীবন চক্রাকারে চলে ?

গল্পটা তো শুনলে আবার গসিপ কেন ?

নো মিডিওক্রিটি , নো মিডিওক্রিটি প্লিজ !!

কুহু

কুহু আজ অনেক বড় হয়েছে , কাগজে তার বড় করে ছবি ছাপা হয় এবং সে অনেক উপহার ও সম্মান পেয়েছে কিন্তু মনে হয় তার অ্যালঝাইমার্স হয়েছে কারণ নিজে বনজ মানবী হয়েও আজকাল কুহু বনবালাদের অ্যাব অরিজিন্যাল বলে গালি দেয় সবার সম্মুখে , ব্রডকাস্টিং করে করে ও অনলাইন ফোরামে কারণ নিজের শিকড়ের দিকে চাইলে ওর ইজ্জতে লাগে ।

কুহু এমন একটি মেয়ে যাকে কেউ নক্ষত্র থেকে পেড়ে আনেনি ,গবেষণাগাড়েও জন্ম নেয়নি সে ।

বাবার ঔরসে , আদিম মানবীর গর্ভে জন্ম নিলেও

তার ভয় হয় যদি কেউ তাকে মানুষের সন্তান বলে

চিনে ফেলে ! **তাই একটা রক্তমাংসের হাত ও অন্যটা বৈদ্যুতিক তার , অজস্র সার্কিট আর তরঙ্গ মেশানো হলেও ঘরে জেনেরেশান জেড্ ঢুকলে মাংসল হাতটা চট্ করে লুকিয়ে ফেলে ।**

লাশ চাপা মা

চারটে শিশুই বিকলাঙ্গ আর চারজনই মৃত ।

সন্তানের লাশে বিকৃত তাদের মা ।

বসবাস জেলে । আসে পাদ্রী । দেয় ধর্মজ্ঞান ।

আসে আইনের লোক । বোঝায় এটা সেটা ।

আসে পুলিশ । বেদম চাবকায় । মারের চোটে দেহ হয়ে যায় সাক্ষাৎ মোবাইল ফোন ! ব্যাথা রিং টোন আর থামেনা ।

তবু তার মুখে একই কথা ।

মা হয়ে কি বাচ্চাদের আমি মারতে পারি ?

এবার আসে জিন পরী নয়, জিন গবেষক ।এসেই কথাকলি শানিয়ে যা বার হয় তাহল ; **চার চারজন শিশু জিনের তলায় চাপা পড়ে স্বগ্গে চলে গেছে মা কে চার ডবল কাঁদিয়ে ---**আর লাশ চাপা মাকে তোমরা এখানে জবাই করছো !!

কাইলি

কাইলি গৃহহীন ও ভিক্ষা করে খায় বলে

যারা দু:খ পায় তারা সবাই ধনী ও সম্পদে আছে ।

তাদের একদিন মাখন ও রুটি না হলে প্রাণ যায় যায় ।শান্তি ওদের কাছে একটা চাবি ।

সেই চাবিটা হারিয়ে গেলে ওরা মরে যাবে ।

এই ভেবে রাশি রাশি মাখন আর লাল মাংস অথবা লেবানীজ ও তূর্কি কাবাব ওরা জমা করে

বেসমেন্টের গুপ্ত ঘরে ।

সবারই হৃদযন্ত্রের অসুখ কিংবা রক্তচাপ ওঠানামা ।

কাইলির সবই নর্মাল । হতেই হবে ।

ওর জাদুকরী আসনে না বসলে সেই রক্তচাপ ও হৃদয়ের প্রেসার ফ্রেসার তুমি তোমার মেডিক্যাল র‍্যাডারে আনতে পারবে না ।

পাখির গান

পাখির সুরেলা শ্রাস্ত্রীয় গীতিতে আমি জেগে উঠি

তবুও কতনা প্রিয় শিল্পী আমার !

হেমন্তে বসন্তে , শীত ও শরৎ-এ

পাখিরা তবুও তো গান গায় ।

লাল নীল হলুদ ও সবুজ গান ।

তাদের গলার স্বরে ও সুরে আমি মোহিত

ও লালিত পালিত , সমুদ্র মন্থন করি --

অবসাদ , একাকীত্ব সব ঘুচে যায় ।

টিরি টিরি টুং টাং , টির টির টারা টারা --

কখনো বুঝি গেয়ে ওঠে দরবারি কানাড়া !

উচ্চাঙ্গের এই দীপক সোহিনী , কে তারে শেখায় ?

বলো কে তারে শেখায় ?

পুতিন

লৌহমানব ওহে পুতিন ?

সৈন্যদের তো দিলে বাহবা ।

তাদের মায়ের আঁচলে কত ফুলের পাপড়ি

আতরের ঝর্ণা , তারা সবাই রুশে দেশের ছেলে মেয়ে ।

কিন্তু উইক্রেনের সেইসব কুকুর ও পাখিগুলি

তাদের ছানারা ও শাবকেরা

যারা বুঝলো না কেন মরে গেলো তাদের

শিশুগুলো । কেঁদে ভাসালো ওরা সবাই ।

তারপর একদিন চোঁয়া ঢেঁকুর তুলে

অমানিশায় ওদের আত্মারা যখন তোমার

গীর্জায় এলো তখন তুমি তাদের কী দিলে ?

তুমি নাকি সাম্যবাদে বিশ্বাসী ? সাম্যটাই তো

তোমার বাদ হয়ে গেলো দেখি ! **বুঝলে? নাকি লাগছে সবই ল্যাটিন ? পুতিন ?**

গুহামানব

আমার কোনো চাহিদা কিংবা অ্যাম্বিশান নেই

শুনে কেউ যদি হাসে তখন আমি বলি

আমি গুহামানব হতে চাই ।লোকে তখনও হাসে ।

এত হাসার কি আছে ? তখন সরবে বলে ওঠে , আমরা কি তবে রামগরুড়ের ছানা ? হাসতে মোদের মানা ? আচ্ছা , গুহামানব হলে কত সুবিধে বলতো ? শুধু হরিণ শিকার আর আগুন জ্বালানো । শুকনো কাঠ ও পাতা সংগ্রহ । হরিণের মাংস সুস্বাদু ও কাবাবের স্বাদ অপূর্ব । সঙ্গে বনজ ফলমূল ও শাক পাতার পুষ্টিকর স্যালাড । আর কি চাই ? কোনো স্ট্রেস নেই । অঢেল ঝর্ণা , সবুজ ও পাখির গান । কাঠবেড়ালির খুনসুঁটি ও পাহাড়ি ময়নার বকুনি । হৃদয় এখন সংঘাতে সংঘাতে ফুলে বেলুন । এর চেয়ে দীর্ঘ জীবনের হদিশ আর কেইবা দিতে পারে ? ডলার , পাউন্ড ,লিরা খরচ করে ইকো রিসর্টে তবে কেনই বা যাও ? কেবল ওদের মতন শব্দ ব্রহ্মের ওঙ্কার নয় আদিম ডাক টাকগুলো শিখে নিও ।

আয়না মহল

মণিপুরী রসকলি ,চনচন ও কুরাক

আসলে যমজ বোন, দেখতে অবিকল এক
সাজগোজ , বেড়ে ওঠা একই নক্শায় হলেও
একজনের বাস বিদেশে --

তো অন্যজন ঘাস কাটে মণিপুরী কিনারায় ।

ঘাস কেটে ছেঁটে সে বাগান সাজায় ।

নাম তার কুরাক , কোরক ফোটায় ।

আর চনচন হেসে খেলে বেড়ায় প্রবাসের আঙিনায়
।পতিদেব বিদেশী বাহাদুর , সিকিউরিটি গার্ড ।

দুই বোন যেন আয়নায় একে অন্যের প্রতিফলন ।

মণিপুরে আজ শিহরণ জেগেছে , লুটপাট

তির্যক গোলাগুলি, সন্ত্রাস , হানাহানি ; মন তাই
উচাটন । চনচন টুইট করে বলে , **মোরা বিম্ববতী -**
আমার আর্শি কেন তবে অন্য প্রতিবিম্ব দেখায় ?

মমির বিয়ে

একটি রূপসী মেয়ে ছিলো যার বাবা ছিলো একজন বীর সৈনিক । পাহাড়িয়া সেই সৈনিকের বৌ তো বেশিদিন বাঁচেনি । কৈশোরে মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়ে থিয়েটার দলে যোগ দেয় । পরে ছায়াছবিতে নাম করে । বাবার সাথে আবার দেখা হয় যখন তখন তার বাবা অবসর নিয়ে মেয়েটির দোর্দন্ড প্রতাপ স্বামীর কাছে বডিগার্ডের কাজ করে ।

মেয়েটির বিয়েতে বাড়ি থেকে কেউ আসেনি বলে তার স্বামী না হলেও শ্বশুরবাড়ির অন্যরা যথেষ্ট লাঞ্ছনা দিতো এবং যখন জানতে পারে যে ওদেরই গার্ডের মেয়ে সে তখন বাড়িটি বৌ পোড়ানো বাড়িতে পরিণত হল ।

মেয়েটি মারা গেলে তার বাবা অর্থাৎ সেই পাহাড়ি সৈনিক রাগে জ্ঞান হারালো ।

মেয়ের দেহটা নিয়ে পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে সে হিমালয় পেরিয়ে পৌঁছে গেলো তিব্বতে ।

সেখানে মৃতদেহটি বরফে চাপা দিয়ে এক তিব্বতী রেস্তোরাঁয় মোমো খেলো তারপর আবার দে ছুট !

এইভাবে কেটে গেলো শীত , গ্রীষ্ম , বসন্ত সবকটা ঋতু ।

মানুষটি তার কন্যার দেহ নিয়ে যখন পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় উঠলো তখন রাত্রি নেমেছে ।

উন্মত্ত , উলঙ্গ সেই সৈনিক ,ডমরু হাতে নিয়ে শুরু করলো তান্ডব নাচ ।

তিনভুবন উত্তাল হল । সাইক্লোন, সুনামী, ভূমিকম্পে দুনিয়া যায় যায় ।

তখন এক মহামানব এসে দেহটি ছিনিয়ে নিয়ে তার আবার বিয়ে দিলো এক অত্যাশ্চর্য জ্যোতিষ্কর সাথে । নাম তার ধর এই রোহিতাশ্ব ! কিংবা মঙ্গলমুর্তি । বিয়ে দিলো সে মৃতদেহের আবারও ।

বললো , এই হল মমির বিয়ে ।

সিন্দুর দানের সময় কেঁপে উঠেছিলো মেয়েটির হিয়া আর সতীর দেহত্যাগের গান গেয়ে উঠেছিলো আসরে উপস্থিত সকলে ।

ডার্লিং নদী

ডার্লিং নদীর বন্যায় ভেসে গেছে ঘর বাড়ি সব

বছর কয়েক ধরেই এই ত্রাস ।যে নদীর নামকে ভালোবেসে তার চরায় এসে ঘরে বেঁধেছিলো কবি ফ্লিন অ্যান্থনি ।

সুদুর মরু থেকে নদীতে আসা ,

জলোচ্ছ্বাসে ভাসা ।

বিয়ে হয় মৎস্যকন্যার সাথে

এলোমেলো কিছু মাছ তার ছানাপোনা ।

আর একটি ডলফিন বুঝি আসে গাঢ় নীল সাগর বেয়ে , রোজ একরাশ ঝিনুক দিয়ে যায়

সূর্যাস্তের শেষে ।

আজ বন্যায় ভেসে গেলো সব । বারবার হচ্ছে ।

ক্ষেতখামার , পশু , মাছ , মনের মানুষ --!!

তাই ব্রেকিং নিউজ ::: **ডার্লিং নদী নাকি মাদক দ্রব্যে আসক্ত হয়েছে ।**

নিশি ডাকা মেয়ে

কোনো সুন্দরী রাজকন্যা যে সবসময় পাল্কি চড়ে
যায় কিংবা রাজহংস তার বাহন

মুখে জরির ওড়না , সবুজ কিংবা রূপালি

সাথে মস্ত মস্ত সাদা হাতি ও ঝুলন্ত মোমের বাতি

আর অজস্র পালোয়ান , ঝালর দেওয়া মুক্তোর
মুকুট ; টগবগ টগবগ করে চলে অসংখ্য তেজী
ঘোড়া --আগে পিছে , ওপর নিচে ।

সেরকম এক রাজকুমারী যদি পথের ধারে পড়ে
থাকে , নগ্ন হয়ে , সারা গায়ে অজস্র দগদগে ঘা

ও পচনের ছাপ , মক্ষীর আনাগোনা

গোলাপের আতর নয় চারিদিকে সাপের ফণা ---

তবে কি একে নিশি ডাকা মেয়ে বলা যায়?

মাদার্স ডে

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কোন দিনটা

মাদার্স ডে নয় ?

আমার দেহের প্রতিটি কোষ ও রক্ত বিন্দু

যে মা দিয়েছে , তার ঋণ কি আমি এসব ফালতু
ডে -ফে দিয়ে শোধ করতে পারবো ?

বরং সেই মূর্খকে আমার কাছে এক্ষুণি পাঠাও

যে মাতৃত্বকে এইভাবে

কর্পোরেশান করতে চেয়েছে ,

তাকে আমি ম্যারিনেট করে , রোস্ট করবো
তারপর সবাইকে বুদ্ধু বানানোর জন্য

কিছু একটা চরম ডে পালন করবো ।

মেনোপজ

মেনোপজের সাথে সাম্যবাদের কিইবা সম্পর্ক

আমি জানতাম না যতদিন না পাড়ার গবা পাগলার

বৌ ভবী পাগলীর খপ্‌পরে পড়ি ।

সে আমাকে বলে যায় যে মেনোপজ হলে

যখন নারীরা রাঙারঙ মুক্ত হয়

সেই সময় থেকে , হ্যাঁ -ঠিক সেই সময় থেকে

নাকি নারী ও পুরুষ সমান সমান হয় ।

পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়

এই প্রবাদ জানা ছিলো তাই আমি ব্যাখ্যায় যাইনি

তবে বুঝেছি লোকে সাম্যবাদের অর্থ বলতে

মনে হয় দাঁড়ি,গোঁফ আর বায়োলজিই বোঝে ।

পেঙ্গুইন

যীশু সম্পর্কে জানতে পরবাসে গিয়ে দেখি
অস্ট্রেলিয়ায় পেঙ্গুইন অনেক ।

তারা লম্বা , চওড়া , পরী , খাটো এইসব ।

আরো দূরে যাও অ্যান্টার্টিকা , সেখানে আরো সরস

নীল, লাল , হলুদ , সবুজ সবকটা বেসিক রং --
এবার বলো এর অর্থ কি ? আমি কবিতা লিখতে
বসেছি গোলকধাঁধা নয় ,

ঘুমিয়ে পড়লে সোনার হরিণের মতন সোনালি

পেঙ্গুইনের দেখাও তো পেতে পারো ?

স্বপ্নে কিংবা আলস্যে , ইচ্ছেনুড়ি অথবা
কালবৈশাখীতে আম কুড়াতে গিয়ে অপু দুগ্গার
আমের বাগানে ? একেই বুঝি আদি শঙ্করাচার্য বলে
গেছেন :: মায়া ।

আমি বলি , কায়া থাকলেই মায়া !

আর ঠাকুর বলেন , ধূস্ শালা এখন খেয়ে ঘুমা
রাত অনেক হল, গভীর ঘুমেই জীবে পরমে
কোলাকুলি ।

আউট ব্যাক

আউট ব্যাক এক রহস্য

এখানে লোকের হাতের তালুতে থাকে

ইন্দ্রজাল আর গুগলি শামুকের বিরিয়ানি

মেয়েরা মাথায় লাগায় রঙীন ফিতে

আর শঙ্খমালা পরে পরে গায় পাখির গান

আদিম সুরে ,

এখানে কেউ বীর্য নিয়ে টেস্টটিউবে ভরে

একে তাকে বিলায় না

আর পাউরুটির বদলে আফিং খেয়ে

উন্মত্ত নেশায় পথের ধারে শুয়ে শুয়ে

দিন কাটায় না হাজার বছর ।

এখানে সভ্যতা চলে বিলম্বিত লয়ে

এখনও সাপ, ব্যাঙ ও টিকটিকি নিজস্ব শিকার খায়

তাদের খাবারের নাম ফাস্ট ফুড বা কোক্ নয় ।

হয়ত বা দেখতে ওরা স্ফটিকের রং বিচ্ছুরণ
কিংবা হীরের দ্যুতি যাই বলো না কেন ,

তবে প্লাস্টিকের ফুল কিংবা মোরগের পালক
লাগানো টুপী কেউ বলবে না ।

এখানে জঙ্গল ও অরণ্য ও বনবনান্ত এখনও
অনাঘ্রাতা ;

আউটব্যাকে মধু আছে ,

মৌমাছি গুলো অফিস ফেরৎ , সভ্য , পোষ্য

কারণ ওরাই এই ইকোসিস্টেমকে

সৃষ্টি থেকে ভাঙন অবধি বাঁচিয়ে রেখেছে ।

আদিবাসী দেখলেই

আদিবাসী দেখলেই যারা গুলি করে

তাদেরকে তোমার ভালোলাগে ?

প্রবাসে এমন অনেক মানুষ আছে

যারা বলে ওদের গায়ে নাকি সর্পিল রক্ত

অথবা গাঢ় বিষ নিশ্বাস বার হয় ওদের নাক থেকে ।

তাই ওরা উন্মাদ হলেও কেউ চিকিৎসা করেনা

বরং গুলি করে খালাস করে দেয় কারণ ওরা
আদিবাসী ।

বিজ্ঞান তো কতনা যন্ত্র বার করে ,

টাইম মেশিনে চড়ে যদি আমিও আদিবাসী হয়ে যাই,
তাহলে আমাকেও কি

এইভাবে গুলি করে মারবে তুমি ?

আমি না তোমাদের মন্ত্রী ফন্ত্রী ??

স্যামসং এর পিয়ানো ও ছাগল চাষ

স্যামের হাতে পড়লেই পিয়ানো দৌড়ায়---।

এর অর্থ কি তা নিজে খুঁজে বার করো ।

পিয়ানো সারাতে সারাতে লোলচর্ম স্যামসং

এখন সং ছেড়ে ছাগল চাষ করে কারণ সে অথর্ব ও বড় একা । পরিবার, যা তার বড় সাধের ছিলো তাকে ছেড়ে গেছে । বিবি শাহজাদী ও গুটিকতক সন্তান সবাই তাকে ঘৃণা করে কারণ স্যাম বড্ড বেশী সং সং করে । সংসার তাই তাকে ত্যাগ করেছে । জীবনের সারসত্য সে বুঝে গেছে এবার ছাগলকেই সাথী করে লোকের বাসায় ঘুরে ঘুরে ঘাসপাতা সাফ করে । ছাগলের ক্ষুধাতৃষ্ণা সবারই জানা । লোকের বাগান পরিষ্কার করার সময় পিয়ানো দেখলে চোখটা বুজে যায় স্যামের।মনে পড়ে জীবনে সুর চেয়েছিলো কিন্তু পিয়ানো দিয়েছে তাকে ধূসর গালিচা । তাই সে আর ভৈরব ও মেঘমল্লারের টানে বারান্দায় বসে পা নাচায় না । **বরং শ্রী শ্রী ছাগল বাবার ভেঁপুতেই হুটার ও টপ্পা বাজায় ।**

লোহার ফুল

বিল, যার পোশাকি নাম উইলিয়াম

এখন লোহা লক্করের দোকানে বসে বসে

বাঁশি বাজায় আর সারাটা দিন কি এক

বেজায় মেশিনে নানান ধাতু কাটে মস্ত মস্ত ধাতব
শব্দ করে। সারাদিনের শেষে ইয়া ইয়া ডলারের
চেক পায়।

বিল, যার অর্থনীতি ক্লাসে প্রফিকে চড় মারে বইতে
একটাও রঙীন ছবি নেই বলে সে সারাটা দিন এইসব

জঘন্য ধাতব আওয়াজ ও টুংটাং সহ্য করে !!

--হা হা হা করে পাঁজর কাঁপিয়ে হাসে বিল।
তারপর বলে ওঠে, জীবনটা দৃষ্টিকোণের ব্যাপার।

আমি তো মাঝেমাঝেই ঐসব দেওয়ালের কোণে
গিয়ে বসন্ত ও ফুলেল, বলে অজস্র অপরূপ
গ্রাফিতির পানে আঙুল দেখায়।**অত্যাশ্চর্য -**
মিশরের ফ্যারোদের গাঁথা লোহার ফুল সেগুলো।

সাদা পাদ্রী

গীর্জার সাদা পাদ্রী নকুলের ইজ্জৎ নেয়

মস্ত সকালে , বয়স তার তখন মাত্র আট ।

নকুল বেজায় ভয় পেয়ে যায় ।

তারপর পাদ্রীসাহেব লন্ডভন্ড করে দিলো তার জীবনটাই ।

মোবাইলে কতনা ছবি তুলে বললো ,

যদি এসব নিয়ে বাড়িতে বলো তবে তোমার মা, বোন ও দিদিকে ল্যাংটো করে গীর্জার ছাদ থেকে নিচে ঝুলিয়ে চাবকাবো ।

নকুল কিছু বলেনি । আজ পাক্কা ২৫ বছর পর সেই পাদ্রী নকুলের কাছে এসেছে কি এক বিষাক্ত আব কেটে বাদ দেবার জন্য । তার জীবন মরণ সমস্যা ।

নকুল কি করবে তোমরা ভেবে বার করো । প্রয়োজনে ভোট দাও । আমি কি জানি ? এদিকে আরেক নকুলের নাকি ইজ্জৎ গেছে ! বোঝো ।

পাঈয়া

বাঙালী আম চাষী ও পাঞ্জাবী মানুষের ঢোল ---

এই নিয়ে কি লেখা যায় ভাবতে ভাবতে মাথায় এলো যে রথীন চিরটাকাল পাঞ্জাবীদের পাঈয়া বলে ক্ষ্যাপাতো । ওদের হয়ত বা ঘৃণাও করেছে ।

জানিনা কি কারণে আজ পরবাসের এক খামারে তাকে আম্ররক্ষক হতে হয়েছে যেখানে কেবল পাঞ্জাবী মানুষের ঢল নেমেছে ।

তারা এখানে চাষ আবাদ করে ।

এই প্রজাতিকে খলিস্তানি , গর্দভ অথবা উন্মাদ ভাবতে অভ্যস্ত রথীন, কেন কে জানে আজ নিয়মিত ওদের আম বাগানে ম্যাঙ্গো মিল্ক শেক আর আমসত্ত্বে মুখ ডুবিয়ে পড়ছে সান্টা ও বান্টা সিং এর গল্প আর শুনছে বল্লে বল্লে ।

আমি কিছু জানতে চাইনি । সে নিজেই বলে ওঠে ,

আসলে আমি এক পাঞ্জাবী রমণীর ঢোল বাজানো দেখে মুগ্ধ হয়েছি । চেক চেক জামা পরা সেই কেজো মেয়ের লালিত্য ও পারদর্শিতা দেখে দেখেই

নাকি ভবঘুরে রথীনের মনে হয়েছে যে পাঞ্জাবী মানেই পাঈয়া নয় আর বাঙালী মানেই কঞ্জুষ নয় ।

ওরাও ঢোল বাজায় যা সুগ্রন্থিত আর বাঙালীও নিরেট গাধার মতন খরচ করে । তারপর আর তারপর সব হারিয়ে ওদের আশ্রয়ে গিয়ে ;

আম চাষী হয়েও জীবনধারণ করতে পারে ।

হয়ত সেখানে পাঈয়া সুকন্যা পাঞ্জাবী রাজকন্যা হয়ে

জীবনতরীর হাল ধরে,

আর রথীন মগ্নমৈনাক হয়ে তার দিবানিশির মৈথুন

কাব্য রচনা করে ।

চাঁদে যেও না

অ্যাই শুনছো ? চাঁদকে রেপ করো না !

বিজ্ঞানী কি হেসে দেখেছে ? নাকি মধুরিমা মেখেছে ? নাকি পুর্ণিমা , অমানিশার মতন রোমহর্ষক কালবেলায় তার কিছু আসে যায় ! সে তো বোমা ফাটাতে আর নিজের মাথা ফাটাতেই ব্যস্ত !

বিন্দাস্ স্যার , জাস্ট চিল্ চিল্ ।

একটু ডিস্কোতে গিয়ে রিমিক্সের তালে নাচ বালিয়ে । শনি , মঙ্গল , রাহু , কেতু --এনাফ বাবা এনাফ ! এবার চাঁদটা বাদ দাও ।

নক্ষত্র , তারামন্ডল , প্রজাপতিমন্ডল , কালপুরুষ

তোমাদের বাই পোলারে প্রাণ যায় বাবা প্রাণ যায় !

হোক্কাস ফোক্কাস সব ম্যাজিক ফাঁস ,

ঈশ্বর তোমাদের ছেড়ে দেবেন ভেবেছো ?

তোমাদের ফুলশয্যা হয়না ?

সারা দুনিয়াতে মোট কটা পাগলাগারদ আছে ?

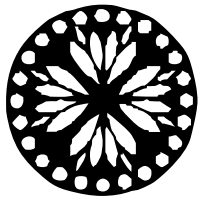

THE END